দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৪।২।৭৩ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ১ ...

136

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে

শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় সবার সহযোগিতা চাই ঃ শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান দেশে উচ্চ শিক্ষার অবাধ সুযোগ সৃষ্টির স্বার্থে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার পবিত্রতা রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়ার আহবান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার সচিবালয়ে তাঁর কক্ষে বাসস প্রতিনিধির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী বলেন, ঃ উচ্চ শিক্ষা এমনিতেই ব্যয়বহুল এবং উচ্চ শিক্ষা যাঁরা নিতে চান তাঁদের অনেকের ক্ষেত্রেই এটা ইতিমধ্যেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং আমরা যেন আর কোন সমস্যা বা বোঝা ও অনিশ্চয়তা না বাড়াই।

শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় কল্যাণ এবং যোগ্য ও কর্মক্ষম জাতীয় জনশক্তির অবাধ প্রবাহের প্রয়োজনে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গোটা বিষয়টি আবার ভেবে দেখার জন্যে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বলেন ঃ আমরা যেন আর সময়, অর্থ ও সুযোগের অপচয় না করি।

ডঃ খান বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম ছিল না। তবে তিনি বলেন যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের শিক্ষাবর্ষের ব্যবধান কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের শিক্ষা কার্যক্রম আপ-টু-ডেট করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, অধিকন্তু, যারা গত বছর এইচএসসি পাস করেছে তারা এখনও তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শুরু করতে পারেনি এবং রমজান ও গ্রীষ্মের ছুটির পর বিশ্ববিদ্যালয় যখন আবার খুলবে, তখন এইচএসসি পাস একদল নতুন ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের সময় ঘনিয়ে আসবে।

বাইরের রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদল তথাকথিত ছাত্রের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা কার্যক্রম অনেক পিছিয়ে পড়ে বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, জাতিকে এ জন্যে মারাত্মক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। তিনি দুঃখ করে বলেন যে সকলের স্বার্থের পরিপন্থী এসব কার্যকলাপ এখনও অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানে অস্বাভাবিক বিলম্ব ও নির্ধারিত সময়সূচীর পরে শিক্ষাবর্ষ শেষ করার দরুন বহু ছাত্রকেই এখন তাদের কোর্স শেষ করতে বয়ঃসীমা পার করে দিতে হয়। 'বহু ছাত্রকে জীবনে একটা ডিগ্রী লাভের সুযোগও খোয়াতে হতে পারে', বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রায়শঃই বাধাপ্রাপ্ত দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনা চালাতে গিয়ে ছাত্ররা তাদের 'ভবিষ্যতের' বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বয়স ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে অপূর-

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৪।২।৭৩ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

শিক্ষামন্ত্রী

(১-এর পৃঃ পর)

ণীয় অসুবিধা ভোগ করবে। অথচ তাদের ক্লাসের কিছু কিছু সহপাঠী যারা বিদেশ যেতে পেরেছে, বাধাহীনভাবেই তাদের শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।

ডঃ খান বলেন, ১২ বছর শিক্ষা শেষ করে যেসব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পেরেছে, নিষ্ঠা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে তারা অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। মন্ত্রী বলেন, তারা যাতে শক্তি, সময় ও অর্থের অপচয় না ঘটিয়ে তাদের লেখাপড়া শেষ করতে পারে, সেজন্যে তাদের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও একটি পূর্ণ সময়ের প্রোগ্রাম সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোর্স শেষ করার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিলম্ব বহু অভিভাবকের ক্রমবর্ধমান বোঝার এবং ক্ষেত্রবিশেষে আর্থিক বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্ত্রী মন্তব্য করেন। শিক্ষার উদ্দেশ্যে যেসব সম্পদ ব্যবহৃত হওয়ার কথা, তা অন্যায় ও অবাঞ্ছিতভাবে অন্য কর্মকান্ডে ব্যবহার রোধ করার জন্যে সংশ্লিষ্ট মহলগুলির মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ডঃ খান অবশ্য বলেন, ছাত্রদের নিজস্ব রাজনৈতিক মত থাকতে পারে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনগুলোকে অবশ্যই রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যে ব্যবহার করা যাবে না। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কার্যকলাপ থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে তিনি সরকারের দৃঢ়সংকল্পের কথা পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ায় সাধারণ ছাত্রদের বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে দেয়া যাবে না এবং শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতাসহ সে পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান করার দায়িত্ব ক্যাম্পাস সমাজ—প্রধানতঃ ছাত্র ও শিক্ষকদের ওপরেই বর্তায়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্রসংসদগুলোকে অবশ্যই ছাত্র সমাজের কল্যাণমূলক তৎপরতার ওপরেই সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। এসব তৎপরতা ছাত্রদের মধ্যে চরিত্র ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে পাঠক্রমের সহায়ক তৎপরতা হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

ডঃ খান আরও বলেন, অন্য ধরনের তৎপরতার প্রতি সমর্থন যোগানো ছাত্রসংসদগুলোর কাজ মনে করা অসঙ্গত হবে।